প্রভু বলে 'এ বালক আনিয়াছে কেটা।
মরিবে না এ বালক উঠা উঠা উঠা।।
তিল চাউলের ছাতু পাকারম্ভা দিয়া।
খাওয়াইস্ পিত্তলের পাত্রেতে মাখিয়া।।
সরিষার তৈল তার সর্ব্ব অঙ্গে মেখে।
নিশীভোরে সপ্তাহ খাওয়াস্ এ বালকে'
বালকের মাতা কহে ধরিয়া চরণ।
'এই সপ্তদিন এর র'বে কি জীবন।।'
প্রভুর চরণ ধরি ফুলে ফুলে কাঁদে।
'মরুক বাচুক্ প্রভু রেখ এরে পদে।।'
প্রভু কহে 'এই রোগে যদি মারা যায়।
আমি তোর ছেলে হ'ব কপালে যা হয়।।
এই ছেলে সপ্তদিন মধ্যেতে সারিব।
এই পুত্র মরে যদি আমি ছেলে হ'ব।।
এতবলি দিল তার মাতা ল'য়ে গেল।
সপ্তাহ মধ্যেতে ব্যাধি আরোগ্য হইল।
অমনি আরাম ছেলে রূপবান হ'ল।
কোন দিন কোন ব্যাধি নাহি যেন ছিল।।
যে রোগের বৃদ্ধি যাতে তাই বলে খেতে।
অমনি আরোগ্য ব্যাধি মুখের বাক্যেতে।।
একদিন গোঁসাই আমাকে সঙ্গে করি।
ভক্তের ভবনে যান বলে হরি হরি।।
যাত্রা করিলেন গ্রাম নারিকেল বাড়ী।
যাইতেছি মহানন্দ পাগলের বাড়ী।।
গোঁসাই নিকটে বসি চিন্তিত অন্তর।
অন্তরে ভাবনা যে বাঁধিব এক ঘর।।
কি রূপে বাঁধিব ঘর উঠাব কি রূপে।
ইহাই ভেবেছি বসে প্রভুর সমীপে।।
প্রভু বড় দর্প করি কহে সে সময়।।
'কোথা বা বসিয়া আছ গিয়াছ কোথায়।।
এই পদ্মবনে দেখ কমলার স্থিতি।
পদ্মবনে সদা হরি করেন বসতি।।
শুনিয়াছ ভারতের প্রথম প্রস্তাব।
এই পদ্মবনে বাস করেন মাধব।।
"তুলসীকাননং যত্র যত্র পদ্মবন্যনি চ।
পুরাণ পঠনং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ।।"
শাস্ত্র-গ্রন্থ তাহা তুমি জান ভাল মতে।
পদ্মবনে কি শোভা না দেখ চক্ষেতে।।
পদ্মবনে আসিয়া কি জন্য ভক্তি ছাড়।
কোথায় বসিয়া কোন্ আগুনেতে পোড়।।
এই পদ্মবনে কেন না হও ভ্রমর।
গোবরের পোকা হ'য়ে তল্লাস গোবর।।"
তাহা শুনি তারকের মন ফিরে গেল।
গুরুচাঁদ পাদপদ্ম হেরিতে লাগিল।।
মনের মালিন্য ঘুচে হইল নির্ম্মল।
প্রেমে গদ গদ চিত্ত আঁখি ছল্ ছল্।।
তারকের মনে তথা হ'ল এই ভাব।
এ হেন মানুষ আর কোথা গিয়া পাব।।
'যে হেন অন্তর জানে থাকেন অন্তরে।
অন্তরের ধন কেন রাখিনে অন্তরে।।
তাহারে অন্তরে রেখে যাই রে অন্তরে।
কেমন অন্তর মোর কি ভাবি অন্তরে।।'
অন্তরে অন্তর জানি কহে তারকেরে।
'দেখহে কেমন ভাব হ'য়েছে অন্তরে।।
একে বলে কর্মফাঁস বুঝহ অন্তরে।
কর্মফাঁসে পড়ি জীব ফিরে ঘুরে মরে।।
জ্ঞান-অস্ত্রে কর্মফাঁস হয় কাটিবার।
জনম মরণ তার নাহি থাকে আর।।
এইসব প্রেম হ'ল পদ্মবন মাঝ।
কহিছে তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।